بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়েনের যুদ্ধাভিযানের ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৫'ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনায়েন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের তীরন্দাজদের কারণে মুসলিম বাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সূরা আন-নূরের ৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সেই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং শিখিয়েছেন যে, কীভাবে একজন নবীর আনুগত্য করতে হয়। উক্ত আয়াতটির বঙ্গানুবাদ হলো, হে মু'মিনগণ! তোমাদের রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহ্বানের ন্যায় মনে কোরো না। আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানেন যারা পাশ কাটিয়ে পরামর্শ সভা থেকে দূরে সরে যায়। কাজেই, যারা রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে তারা যেন এ বিষয়ে ভয় পায়, পাছে খোদার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ তাদের ওপর আপতিত হয় কিংবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে স্পর্শ করে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, ইমামের আহ্বানের বিপরীতে অন্য কারো আহ্বান কোনো গুরুত্ব রাখে না। তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, যখনই তোমাদের কানে খোদার রসূলের আওয়াজ পৌঁছবে তোমরা ত্বরিত লাব্বায়েক বলবে এবং তা পালনের জন্য দৌড়ে অগ্রসর হবে, এর মাঝেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত। এমনকি কেউ যদি সে সময় নামাযরত অবস্থায় থাকে, তাহলেও তার জন্য আবশ্যক হলো নামায ছেড়ে দিয়ে খোদার রসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া। যাইহোক, নবীর আহ্বানে ত্বরিত লাব্বায়েক বলা আবশ্য করণীয় বিষয়, বরং এটি ঈমানের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

অপর এক স্থানে তিনি (রা.) ইসলামী সেনাবাহিনী বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করে মহানবী (সা.) এর অবিচলতার কথা উল্লেখ করে বলেন, ...পরিস্থিতি এমন অবস্থায়

পৌঁছায় যে, তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে মাত্র ১২জন সাহাবী ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরে আবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। চলুন ফিরে যাই, যাতে মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত করে পূর্ণপ্রস্তুতিসহ আক্রমণ করা যায়। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, খোদার নবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। এরপর তিনি (সা.) সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং এই পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করেন, "আনান্ নবীউ লা কাযিব আনা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব" অর্থাৎ আমি মিথ্যবাদি নবী নই আর আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। আজ আমি চার হাজার তিরন্দাজের সত্ত্বেও পিছুপা হইনি, বরং এগিয়ে চলেছি, এই দেখে তোমরা আবার আমাকে খোদা বা ঐশী গুণাবলীর অধিকারী মনে করে বসো না। না, আমি খোদা নই; আমি একজন মানুষ এবং তোমাদের সরদার আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)। কিন্তু এই লোকেরা খোদার ন্যায় অস্তিত্ব ধারণ করে থাকেন।

সেই সময় মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ফিরে আসার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণার জন্য আদেশ দেন। যখন তাদের আহ্বান জানানো হয়, সেই আহ্বান শুনে নিষ্ঠাবান সাহাবীরা খুবই দ্রুততার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সাহাবাদের এই আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সকল লোক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই ঈমান থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। যেমন মহানবী (সা.)-এর এই বিশেষ মর্যাদা ছিল যে, যতই বিপদ আসুক না কেন, আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টি থেকে কখনো আড়াল হননি, তেমনই নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী এই মর্যাদা সাহাবাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল।

বিভিন্ন বর্ণনায় মহানবী (সা.)-এর সাথে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা সাহাবা ও সাহাবিয়াতদের সংখ্যা এবং নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণনায় এই সংখ্যা একশো পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লোকদের পলায়নের ব্যাপারে হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)-কে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দয়া প্রদর্শন করে যেসব মক্কাবাসীদের আপনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যারা আজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, তাদেরকে হত্যা করুন। মহানবী (সা.) বলেন, হে উম্মে সুলায়েম! শত্রুদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট আর তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

আরও এক বাহাদুর সাহাবিয়া হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বলেন, হুনায়েন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যখন লোকেরা পলায়ন করেছিল, তখন আমরা ৪জন নারী একসাথে ছিলাম। আমার কাছে একটি ধারালো তরবারি এবং উম্মে সুলায়ম (রা.)-এর কাছে একটি খঞ্জর ছিল। উম্মে সুলায়ম (রা.)-এর কোমরে খঞ্জর বাঁধা ছিল এবং তিনি গর্ভবতী ছিলেন। এছাড়া আরও দু'জন মহিলা ছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) আওয়াজ দিয়ে বলেন, হে আনসারগণ! পালানোতে তোমাদের কী লাভ? তিনি বলেন, আমি হাওয়াজানের এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, একটি পতাকা হাতে বাদামী রঙের উটের উপর চড়ে বসে আছে। সে মুসলিমদের পিছু ধাওয়া করছিল। আমি তার সামনে এসে তার উটের গোড়ালিতে আঘাত করি। সে ঘোড়া থেকে চিৎ হয়ে নিচে পড়ে যায়, তখন আমি তার ওপর আক্রমণ করি এবং আঘাত করতে থাকি, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। অতঃপর তার তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) সাহাবাদের আহ্বান করছিলেন এবং সাহাবারা ফিরে আসছিলেন।

এরপর মুসলমানরা শত্রুর ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং শত্রুরা সামান্য সময় যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে ছিলো যতটুকু সময়ে একটি উটনিকে দোহন করা যায়। আমি শত্রুর এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় কখনো দেখিনি। তারা ইতস্ততভাবে এদিক-ওদিক পালাচ্ছিল। আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বন্দীদের নিয়েই ফিরে এসেছিল।

সাহাবারা ফিরে আসার পর যখন যুদ্ধ পুরোদমে চলছিল, মহানবী (সা.) চোখ ফিরিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখেন। তখন তিনি তার খচ্চরের ওপর সমাসীন ছিলেন। তিনি বললেন, যুদ্ধ এখন তুঙ্গে। অতঃপর তিনি (সা.) এক মুষ্টি কঙ্কর উঠিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, কাবার প্রভুর কসম! তারা পরাজয় বরণ করেছে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি, পূর্বের ন্যায় পুরোদমে যুদ্ধ চলছিল। কিন্তু, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যখনই কঙ্কর নিক্ষেপ করেন তখনই শত্রুদের দৃঢ়তা কমতে থাকে এবং তারা পরাজয় বরণ করে। এই সময় মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমি সেই প্রতিশ্রুতির দোহাই দিচ্ছি যা তুমি আমার সাথে করেছ। হে আল্লাহ্! তারা বিজয়ী হবে আর আমরা পরাজিত হবো– এটি সম্ভব নয়।

হযরত শায়বা বিন উসমান একজন সম্মানীয় কুরাইশ ব্যক্তি ছিলেন যার পিতা উহুদের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি বলতেন, সমগ্র আরবও যদি মুহাম্মদ (সা.) এর কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় আমি কখনো মুসলমান হবো না। তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন কয়েকজন সাহাবা অবশিষ্ট ছিল, তখন আমি মনে করি এটিই সঠিক সময়। এই সুযোগে আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে পারব (নাউযুবিল্লাহ্)। এটি ভেবে আমি ডানদিক থেকে তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করতে যাই এবং সেখানে হযরত আব্বাস (রা.)-কে দেখতে পাই। আমি চিন্তা করি আব্বাসের উপস্থিতিতে মহানবী (সা.) এর ওপর আক্রমণ করা সম্ভবপর নয়। এরপর আমি বাম দিকে যাই সেখানে আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.)-কে দেখে ফেরত চলে আসি। অতঃপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে যাই আর সে সময় আমার চোখে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব করি যার ফলে আমি পিছনে সরে আসি। পরবর্তীতে তিনি বর্ণনা করেন, সেই সময় আমি আগুনের লেলিহান শিখা প্রত্যক্ষ করেছিলাম যেন সেটি আমাকে ভষ্মিভূত করে ফেলবে। তখন মহানবী (সা.) আমাকে ডাকেন, হে শায়বা! কাছে এসো। এ কথা শুনে আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) মুচকি হেসে আমার বুকে হাত রেখে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! শয়তানকে তার কাছ থেকে দূর করে দাও। শায়বা বলেন, খোদার কসম! সেই সময় মহানবী (সা.) আমার কান, আমার চোখ, আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হয়ে যান এবং আমার হৃদয় উন্মোচিত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেন, হে শায়বা! কাফিরদের সাথে লড়াই করো। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষায় তরবারি হাতে নিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ শুরু করি যে, সে সময় যদি আমার পিতাও আমার সামনে আসত আমি তাকেও হত্যা করতাম।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদও (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, এই ভালোবাসাই তার শত্রুতা দূর করে দিয়েছিল। যুদ্ধের সমাপ্তির পর, মহানবী (সা.) নিজের তাঁবুতে বসে ছিলেন, এমন সময় শায়বা বিন উসমান মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

মহানবী (সা.) বললেন, "তুমি তখন যা ভাবছিলে, তার চেয়ে এটা অনেক ভালো যা আল্লাহ্ তোমার জন্য এখন নির্ধারিত করেছেন।" অতঃপর মহানবী (সা.) শায়বাকে সেই সমস্ত কথা বললেন যা তিনি যুদ্ধের ময়দানে মনে মনে ভাবছিলেন। শায়বা নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে রসূলুল্লাহ (সা.) দোয়া করেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।

অনুরূপভাবে, নযীর বিন হারিসের অসৎ উদ্দেশ্য এবং তার উত্তম পরিণতির কথাও জানা যায়। মক্কা থেকে যারা খারাপ উদ্দেশ্য ও অসৎ মনোভাব নিয়ে হুনায়েনের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই পরে এই বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত যে, আল্লাহ্‌র অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যে শিরকে মধ্যে ডুবে মৃতুবরণ করেছিল আমরা সেই শিরকের ওপর অবিচল থাকা অবস্থায় মারা যায়নি। নযীর বিন হারিসের ইসলাম গ্রহণ খুব উত্তম ছিল। তিনি হিজরত করে মদিনায় চলে যান। অতঃপর সেখান থেকে জেহাদের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিকে রওনা হন। অবশেষে ১৫ হিজরিতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অবশিষ্ট ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

05 September 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat